অক্সিজেন মজুদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি ওবায়দুল কাদেরের

কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে হাসপাতালগুলোতে যেখানে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সংকট, সেখানে একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী তা মজুদ করছেন। অক্সিজেন মজুদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

তিনি বলেন, সিলিন্ডার মজুদ করে রেখে দেয়ার ফলে মৃত্যুপথযাত্রী রোগী অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তিনি সিলিন্ডার মজুদ করার মতো স্বার্থপর ভাবনার চেয়ে করোনা প্রতিরোধে মনোনিবেশ করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান।

ওবায়দুল কাদের রোববার সকালে রাজধানীর সংসদ ভবন এলাকায় নিজের সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন।

করোনার এই উদ্বেগের সময় অনুমাননির্ভর ওষুধ মজুদ না করার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, এটি অপ্রয়োজনীয় এবং হিতে বিপরীত হতে পারে। চিকিৎসকদের পরামর্শ ছাড়া অক্সিজেন ব্যবহার ভয়ঙ্কর হতে পারে বলেও মন্তব্য করেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঘরে ঘরে সচেতনতা ও সতর্কতার দুর্গ গড়ে তুলে করোনা প্রতিরোধে অনুমাননির্ভর ওষুধ ও অক্সিজেন মজুদ না করার আহ্বান জানান।

করোনা টেস্ট পেতে দীর্ঘসূত্রতা দূর করার আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, সংশ্লিষ্টদের সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে নমুনা গ্রহণ স্বল্পসময়ে রিপোর্ট প্রদানের কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, কিছু বেসরকারি হাসপাতাল কোভিড রোগীদের সেবায় প্রশংসনীয় কাজ করলেও এখনও অনেক হাসপাতালের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। অন্যান্য রোগের চিকিৎসাও ঠিকমতো হচ্ছে না বলেও রিপোর্ট আছে।

মন্ত্রী হাসপাতাল মালিক, চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্টদের এ কঠিন সময়ে ব্যবসার চেয়ে মানবিকতাকে ঊর্ধ্বে স্থান দেয়ার আহ্বান জানান।

করোনায় অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রাণ হারিয়েছেন, এর মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা অধিকসংখ্যক মৃত্যুবরণ করেছেন জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, দেশ ও জাতির এই কঠিন সময়ে আওয়ামী লীগই ঝুঁকি নিয়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, দেশের যে কোনো সংকটে মাটি ও মানুষের সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাহসী সৈনিক, মুজিবাদর্শের যোদ্ধারা শেখ হাসিনার নির্দেশে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্তমানবতার সেবায় এবারও অনন্য দৃষ্টান্ত স্হাপন করেছে আওয়ামী লীগ।

করোনার এ সংকটে মিডিয়া তথা গণমাধ্যমকর্মীদের বেতনভাতা অব্যাহত রাখার জন্য মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের। বলেন, দেশ ও জাতির এই কঠিন সময়ে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণে নিয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের সাধ্যমতো উদারতা প্রদর্শনের আহ্বান জানাচ্ছি। সূত্র-যুগান্তর

কানাডা গেলেন হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ কানাডায় গিয়েছেন। শুক্রবার ভোররাত চারটার দিকে কানাডার উদ্দেশে তিনি রওনা হন।

জানা গেছে, আওয়ামী লীগ নেতা হানিফ কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে দোহা গেছেন। ট্রানজিট যাত্রী হিসেবে কানাডা যাওয়ার কথা তাঁর।

শনিবার বিকালে মাহবুবউল আলম হানিফের ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) তারিকুল ইসলাম টুটুল এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন মাহবুবউল আলম হানিফের স্ত্রী ও দুই ছেলে। সেখানে তার আরও আত্মীয়স্বজন রয়েছেন। এর মধ্যে এক আত্মীয় অসুস্থ। কিন্তু করোনার জন্য অনেক দিন ধরে সেখানে যেতে পারছিলেন না। তাদের সবার সঙ্গে দেখা করতে তিনি কানাডায় গেছেন।

খুব শিগগির তিনি দেশে ফিরে আসবেন বলে জানান তার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা। তবে কবে ফিরবেন, এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলতে পারেননি

তিনি। সূত্র-যুগান্তর

মেহেরপুরে আ’লীগ নেতার মৃত্যুতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর শোক

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাসে সংক্রামিত হয়ে জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক অর্থ সম্পাদক আব্দুল মহি লাল্টুর(৬৫) মৃত্যুতে গভির শোক প্রকাশ করেছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন এমপি।

শনিবার সকালে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার মাধ্যমে শোকাতর পরিবারের প্রতি গভির সমবেদনা জানিয়েছেন। সেই সাথে মৃতের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন। একই সাথে মেহেরপুরের সকল জনগনকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, শনিবার ভোরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আব্দুল মহি লাল্টুর মৃত্যু হয়। আব্দুল মহি মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ার মৃত মোহর আলী মুক্তারের ছেলে।

মেপ্র/এমএফআর

নাসিমের মৃত্যুতে ১৪ দলে শূন্যতা, জোটের কার্যক্রমে

গতি হারানোর শঙ্কা

মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। একাদশ সংসদে মন্ত্রিসভা গঠনের পর চাওয়া-পাওয়ার গরমিল নিয়ে শরিক দলের নেতাদের সঙ্গে টানাপোড়েন শুরু হয়। কিন্তু মোহাম্মদ নাসিম তা ভালোভাবে সামলে নেন, সবার অভিমান ভাঙিয়ে জোটের কার্যক্রম এগিয়ে নিতে থাকেন।

দিবস ও ইস্যুভিত্তিক কর্মসূচি নিয়েও মাঠে সরব ছিলেন তিনি। শরিকদের চাঙ্গা রাখতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের পাশাপাশি নিজের ধানমণ্ডির বাসভবনে নিয়মিত আলোচনায় বসতেন।

সবশেষ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও করোনা সংকট নিয়েও নানা কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। এর মধ্যে তার চলে যাওয়া নেতাদের মধ্যে একধরনের উদ্বেগ তৈরি করেছে। তাদের শঙ্কা, এ সময়ে ১৪ দলীয় জোটের সমন্বয় ও কার্যক্রম গতি হারাতে পারে।

নাসিমের মৃত্যুর পর তার স্থানে কে আসবেন তা নিয়ে আওয়ামী লীগ ও শরিক দলগুলোর মধ্যে নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। শরিক দলের কয়েকজন আগ্রহী। তবে জোটের পরবর্তী মুখপাত্র আওয়ামী লীগ থেকেই আসছে বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে। আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা ইতোমধ্যে শরিক দলের নেতাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগও করতে শুরু করেছেন।

জানতে চাইলে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খানন মেনন বুধবার বিকালে যুগান্তরকে বলেন, ‘১৪ দলে মোহাম্মদ নাসিমের শূন্যতা ও অভাববোধ থাকবেই। কারণ প্র্যাকটিক্যালি যদি বলেন তিনিই এটাকে (১৪ দলকে) ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছিলেন এবং যতটুকু কার্যকর ছিল, সেটা বলা যায় তিনিই করে রেখেছিলেন।’

জোটের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে মেনন বলেন, এখন এটা নির্ভর করবে ১৪ দল কীভাবে এগোবে এবং আওয়ামী লীগ এটাকে (জোট) নিয়ে কীভাবে ভাববে তার ওপর।

এক প্রশ্নে মেনন জানান, আনুষ্ঠানিকভাবে সাজেদা চৌধুরী ১৪ দলের সমন্বয়ক আর মোহাম্মদ নাসিম মুখপাত্র ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি (নাসিম) আসলে দুটোই হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি। তিনি বলেন, নতুন মুখপাত্র কে হচ্ছে তা নিয়ে এখনও আলোচনা

হয়নি।

আওয়ামী লীগ সূত্র জানায়, জোটকে সমন্বয়ের দায়িত্ব আওয়ামী লীগের অভিজ্ঞ কোনো নেতাকেই দেয়া হবে। তবে করোনা সংকটের কারণে কিছুটা বিলম্বিত হতে পারে। সূত্র বলছে, আনুষ্ঠানিক আলোচনা না হলেও বিষয়টি নিয়ে ভেতরে ভেতরে চিন্তাভাবনা চলছে। কাকে দেয়া হবে, তিনি কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারবেন- ইত্যাদি বিবেচনা চলছে।

আওয়ামী লীগ নেতাদের ফোন পেয়েছেন শরিক দলের এমন একাধিক নেতা যুগান্তরকে বলেন, দুই-তিনজন ফোন দিয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দলের দুজন প্রেসিডিয়াম সদস্য এই দায়িত্ব নিতে বেশি আগ্রহী। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির এক নেতাও রয়েছেন এই তালিকায়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য লে. কর্নেল (অব) মুহাম্মদ ফারুক খান বলেন, ১৪ দলের দেখাশোনার দায়িত্ব নিশ্চয়ই যোগ্য একজনকে দেয়া হবে। এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা শরিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেবেন। ধীরেসুস্থে গণতান্ত্রিকভাবেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের এক সাংগঠনিক সম্পাদক যুগান্তরকে বলেন, ১৪ দলের মুখপাত্র কে হচ্ছেন তা এখনও চূড়ান্ত নয়। তবে এটা আওয়ামী লীগের বাইরে যাওয়ার সুযোগ কম। ১৪ দলের কাজের সমন্বয়ের জন্য আওয়ামী লীগের ভেতর থেকেই মোহাম্মদ নাসিমের মতো যোগ্য কাউকে নির্বাচন করা হবে।

২০০৪ সালে ২৩ দফার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠন করা হয় ১৪ দলীয় জোট। সে সময় তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত সরকারের নানা অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম দিয়ে জোটের কার্যক্রম শুরু হয়। শরিকদের নিয়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাত পাড়ি দিয়ে নবম, দশম ও একাদশ জাতীয় নির্বাচনে জেতে আওয়ামী লীগ।

কিন্তু একাদশ জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা কমিয়ে দেয়া, সরকারের মন্ত্রিসভায় শরিকদের কাউকেই না রাখা, সংসদের বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের প্রস্তাব এবং বিভিন্ন সময়ে সরকারে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না দেয়া- ইত্যাদি কারণে তৃতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের প্রথম থেকেই ক্ষুব্ধ ছিলেন শরিক দলের নেতারা।

বিভিন্ন সময় কিছু বক্তব্যে জোটের ঐক্যে ফাটলের ইঙ্গিত মিলছিল।

কিন্তু বিষয়গুলো এককভাবে নিয়ন্ত্রণ ও সমাধান করে আসছিলেন মোহাম্মদ নাসিম। সূত্র-যুগান্তর

আমরাও যেন যুদ্ধজাহাজ তৈরি করতে পারি: প্রধানমন্ত্রী

নিজেদের প্রযুক্তি ব্যবহারে যুদ্ধজাহাজ তৈরির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, আগামীতে আমরাও যেন যুদ্ধজাহাজ তৈরি করতে পারি সে চিন্তা আমাদের করতে হবে। এ ছাড়া আমাদের নিজেদের প্রয়োজন ছাড়াও এ ধরনের জাহাজ যেন আমরা বিদেশে রফতানি করতে পারি, সেভাবে আমাদের কাজ করতে হবে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বানৌজা ‘সংগ্রাম’র কমিশনিং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় তিনি বানৌজা ‘সংগ্রাম’র কমিশনিং করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, নৌবাহিনীকে আরও আধুনিক ও শক্তিশালী হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। আমরা আরও সুযোগ-সুবিধা দেব। বিশ্বের উন্নত দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নৌবাহিনীর সদস্যদের প্রযুক্তি জানতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে বাড়ছিল; কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য শক্তি (করোনাভাইরাস) এসে সব উন্নয়ন অগ্রগতি স্তব্ধ করে দিয়েছে। উন্নত ও খুব শক্তিশালী এবং অতিদরিদ্র সবার একই অবস্থা সৃষ্টি করেছে এই অদৃশ্য শক্তি। এর বিরুদ্ধে কেউ লড়তে পারছে না। তিনি নৌবাহিনীর সব সদস্যকে সুরক্ষিত থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধ চাই না, আমরা শান্তি চাই। সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়। বঙ্গবন্ধুর এই নীতিতে আমরা বিশ্বাসী।

সরকারপ্রধান বলেন, আমরা বিশাল সমুদ্রসীমা অর্জন করেছি। সমুদ্র

সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আমরা দেশের উন্নয়ন করতে চাই। তিনি আশা করেন, এ ক্ষেত্রে নৌবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

চীনের তৈরি বানৌজা সংগ্রাম-এর দৈর্ঘ্য ৯০ মিটার এবং প্রস্থ ১১ মিটার। এটি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ২৫ নটিক্যাল মাইল বেগে চলতে সক্ষম। শত্রু বিমান, জাহাজ এবং স্থাপনায় আঘাত হানতে সক্ষম জাহাজটি আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন কামান, ভূমি থেকে আকাশে এবং ভূমি থেকে ভূমিতে উৎক্ষেপণযোগ্য মিসাইল, অত্যাধুনিক থ্রিডি রাডার, ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম, রাডার জ্যামিং সিস্টেমসহ বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ সরঞ্জামাদিতে সুসজ্জিত।

জাহাজটিতে হেলিকপ্টার অবতরণ ও উড্ডয়নের জন্য ডেক ল্যান্ডিংসহ অন্যান্য সুবিধাদি রয়েছে।

গভীর সমুদ্রে দীর্ঘ সময়ব্যাপী মোতায়েনযোগ্য এ জাহাজর মাধ্যমে বিশাল সমুদ্র এলাকায় অনুপ্রবেশ ঠেকানো, চোরাচালান ও জলদস্যুতা রোধ, সমুদ্রে উদ্ধার তৎপরতা, সমুদ্র অর্থনীতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনাসহ মৎস্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার পাশাপাশি তেল, গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বরাদ্দকৃত ব্লকসমূহের অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

সূত্র-যুগান্তর

করোনায় আক্রান্তরা চিকিৎসা পাচ্ছে না: রিজভী

করোনায় আক্রান্তরা সঠিক চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

তিনি বলেন, করোনার প্রশিক্ষণের জন্য যা করা দরকার তা বাজেটে নেই। বাজেটে মানুষ বাঁচানোর জন্য কোন পদক্ষেপ নেই। বরং মানুষ যাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সত্যিকার অর্থে দেশে গণতন্ত্র থাকলে, সুষ্ঠু নির্বাচন হলে,

জবাবদিহিতা থাকলে করোনার সংক্রমণে সারাদেশ সয়লাব হতো না।

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বুধবার এক মানববন্ধনে তিনি এসব কথা বলেন।

‘২০২০-২১ অর্থবছরে গতানুগতিক উচ্চবিলাসী অসামঞ্জস্যপূর্ণ বাজেট ভাবনা থেকে বেরিয়ে মানবকল্যাণে করোনা সংকটকালীন যথাযথ এবং বাস্তবসম্মত বাজেট প্রত্যাশা’ শীর্ষক ওই মানববন্ধনের আয়োজন করে ফিউচার অফ বাংলাদেশ।

রিজভী বলেন, প্রস্তাবিত বাজেট একেবারে শুভঙ্করের ফাঁকি। বাজেটের মধ্যে ফুটে উঠেছে সরকারের নির্মমতা, নির্দয়তা। বাজেট পাস হওয়ার আগেই মোবাইল থেকে টাকা পাচার শুরু হয়েছে। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যখাত। সে খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে গতানুগতিক। বিশেষভাবে কিছু করা হয়নি।

তিনি বলেন, করোনা মোকাবেলা করতে গিয়ে আমরা দুর্নীতির মহোৎসব দেখলাম। সরকারের অদক্ষতা দেখলাম। আজকে মাক্স নেই, হাসপাতালে ভেন্টিলেটর নেই, অক্সিজেন নেই। এগুলো কিভাবে আনা যায়, এ অভাব কীভাবে পূরণ করা হবে তা বাজেটের মধ্যে নেই। এই বাজেট শুধুমাত্র মানুষকে বোকা বানানোর বাজেট।

রিজভী বলেন, করোনা মোকাবেলার জন্য ৭১ শতাংশ হাসপাতলে সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই। আর না থাকার কারণে চিকিৎসা বিঘ্নিত হচ্ছে।

এই প্রস্তাবিত বাজেটের মধ্যে এর কোনো দিকনির্দেশনা নেই। বাংলাদেশের হাসপাতালে করোনা মোকাবেলায় ৮৬ শতাংশ নার্সদের প্রশিক্ষণ থাকা দরকার ছিল। তাদের সেই প্রশিক্ষণ নেই।

এরপর দুপুরে রাজধানীর শ্যামলী মোড়ে মোহাম্মদপুর ছাত্রদল আয়োজিত সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৩৯তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে খাদ্য বিতরণ করেন রুহুল কবির রিজভী।

এ সময় তিনি বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও দেশকে আত্মনির্ভরশীল করে গেছেন।

অল্প সময়ের মধ্যে দেশের সব সেক্টরের উন্নয়ন করেন তিনি। এজন্য দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র করে জিয়াউর রহমানকে হত্যা করেছে।

তিনি বলেন, জিয়া্উর রহমানকে হত্যা করে তার আদর্শকে হত্যা করা যায়নি। তার সততা দেশপ্রেম মানুষ ভুলে যায়নি। তার অবদান মানুষ কোনদিন ভুলবে না, সারা জীবন স্মরণ করবে। সূত্র-যুগান্তর

গাংনীতে চাল গুজবের অবসান

চুয়াডাঙ্গা সাতগাড়ির গুদামে জব্দকৃত ১২৬৬ বস্তা চাল জব্দের ঘটনার তদন্ত শেষ হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের দুটি তদন্ত টীমই তাদের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।

তদন্তে সাহিদুজ্জামান খোকন চাল পাচারের বিষয়ে সংশ্লিষ্টতা বা জড়িত নয় এবং আইনানুযায়ি প্রকল্প চেয়ারম্যান গণ চাল বিক্রি করেছেন বলে প্রমানিত হয়েছে।

এদিকে চাল নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দের মত বিনিময় সভায় সাংসদ সাহিদুজ্জামান খোকনের জড়িত থাকা ও তার শাস্তির দাবী অহেতুক ও দলের ভাবসুর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন অনেকেই।

গাংনীর খাদ্য গুদাম থেকে ছাড় হওয়া ১২৬৬ বস্তা চাল চুয়াডাঙ্গার সাতগাড়ি বাজারের জনৈক নজরুল ইসলামের গুদামে নিয়ে যাবার সময় প্রশাসনের নজরে পড়ে। এসময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন চাল জব্দ করেন এবং গোডাউনটি সিলগালা করেন। একই সাথে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন।

সেই সাথে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে তিন দিনের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়। গেল রবিবার দুটি কমিটি তাদের প্রতিবেদন জমা দেন। প্রতিবেদনে সঠিক নিয়মে চাল বিক্রি করা হয়েছে এবং সাংসদ খোকন দোষি নয় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে জব্দকৃত চাল ক্রেতাকে তা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে চাল নিয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও সোস্যাল মিডিয়ায় নানা মন্তব্য প্রকাশ পায়। গত ১০ জুন জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক তার কার্যালয়ে সাংবাদিকদের

নিয়ে মতবিনিময় সভা করেন। তদন্ত টীম প্রকাশ্যে তদন্ত করা নিয়ে মন্তব্য করেন তিনি।

এ ছাড়াও এমপি খোকনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী স্কুলে শিক্ষক নিয়োগসহ নানা দুর্ণীতির ফিরিস্তি তুলে ধরেন।

ক্ষমতাসীন দলের কয়েকজন জানান, দলীয় এমপি ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতির বরাদ্দ দেয়া চাল বিভিন্ন রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার কাজের জন্য প্রকল্প চেয়ারম্যানদের নামে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কোন অনিয়ম হলে তার দ্বায়ভার সংশ্লিষ্ট প্রকল্প চেয়ারম্যান গনের। এখানে এমপি খোকনের নাম জড়িয়ে মতোমবিনিময় সভা করাটা সমীচীন নয়। তাছাড়া মতো বিনিময় সভায় দুর্ণীতি তুলে ধরাটা কাদা ছোড়াছুড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ক্ষমতাসীন দলের এক নেতা জানান, বিগত দিনেও প্রকল্প চেয়ারম্যানরা চাল বিক্রি করেছেন। তা নিয়ে কোন কথা হয়নি। এখন কেন এতো কথা ? রাজনীতিটা বংশ পরমপরায় হয় না। মতাদর্শ বাবা ছেলের এক নাও হতে পারে। খোকন ছাত্র জিবন থেকে আওয়ামীলীগ রাজ নীতিতে জড়িত। দলীয় লোকজন কাদা ছোড়াছুড়িতে মেতে উঠেছেন মাত্র। এটা এখনই পরিহার করে সকলে মিলেমিশে সরকারের কর্মকান্ডকে বেগমান করার দাবী গাংনী উপজেলাবাসীর।

অপরদিকে যাচাই বাছাই না করে সরকারের প্রশাসনিক কর্তা ব্যাক্তিরা চাল জব্দ করে গোডাউন সিলগালা করায় দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন অনেকেই। চাল জব্দের সাথে জড়িত প্রশাসনের উচিৎ িেছেলা তাৎক্ষনিক ভাবে আইন জেনে মিডিয়াকে পরিস্কার করা।

এতে গাংনী রাজনীতি ও সরকারের উন্নয়নে চরম প্রভাব পড়েছে। চাল জদ্বের ঘটনায় সোস্যাল মিডিয়াতে ঝড় ওঠে। মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য কর্তৃক ডিও লেটারের মাধ্যমে ১৩ টি প্রকল্প পিআইসিদের মাঝে বরাদ্দ দেয়ায় তাকে নিয়ে অশ্লিল কথাবার্তা সহ মানহানিকর অনেক তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্তি ও বিভক্তি করার চেষ্টা করা হয়।

এবিষয়ে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, সত্য চিরদিনই সত্য। সৎ ব্যক্তি কখনোই জুলুমে পড়েনা। সাময়িক ভাবে কিছুটা হয়রানী হলেও পরে তা ঠিক হয়ে যায়। তবে যারা বিভিন্ন ভাবে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছেন তারা তাদের ভুলের মাশুল দেবেন।

‘উদ্বেগহীন গোধূলি আর আশা- জাগানিয়া সুবর্ণ প্রভাত আবারও ফিরে আসবে’

কোভিড-১৯ এ কালো মেঘ ভেদ করে রাঙা প্রভাত আবারও ফিরে আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, ইস্পাতকঠিন ঐক্য ও সচেতনতার প্রাচীর গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে চিরচেনা জগৎ ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে। ফুল–ফল–ফসল, হাসি–আনন্দের বাংলাদেশ, উদ্বেগহীন গোধূলি আর আশা-জাগানিয়া সুবর্ণ প্রভাত আবারও ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

সোমবার রাজধানীর সংসদ ভবন এলাকার সরকারি বাসভবনে অনলাইন ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

করোনার এই দুঃসময়ে সংকটের সাহসী নেত্রী শেখ হাসিনার ওপর আস্থা রাখার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের। বলেন, নানা সীমাবদ্ধতা মধ্যেও কোভিড-১৯ মহামারী থেকে রক্ষা পেতে দিনরাত সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বিপদের গভীরতা ও মাত্রা বুঝেও যদি সচেতন না হই, তা হলে তা হবে জেনেশুনে আগুনে ঝাঁপ দেয়ার শামিল। এখন নিজেসহ পরিবার ও সমাজকে বাঁচানোই হবে সবার মূল কাজ।

সংক্রমণ লুকিয়ে না রেখে সঙ্গে সঙ্গে নিজ উদ্যোগে পরীক্ষা এবং আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দিয়ে সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল বলেন, করোনার সংক্রমণ ও বিস্তার দিন দিন বাড়ছে, বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা এবং দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল।

এ মহামারীতে নিজের জন্য নিজে সচেতন না হলে কেউ পথ দেখাতে পারবে না বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের। বলেন, ভালো থাকার মূলে সচেতনতা, আর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারে সার্বজনীন ঐক্য, সম্মিলিত এবং সমন্বিত প্রয়াস। সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আসুন– আমরা সরকারের নিরলস প্রয়াসে একে অপরকে সহযোগিতা করি, প্রকারান্তরে যা নিজেকে নিজে সহযোগিতা করা।’

প্রয়াত বিশিষ্টজনদের উদ্দেশে শোক প্রকাশ করে মন্ত্রী বলেন, জাতীয় নেতা মোহাম্মদ নাসিম, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মো. আবদুল্লাহ, সাবেক মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরানসহ অনেক নেতা, দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য পেশার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের সবার আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং গভীর শোক জানাচ্ছি। সূত্র-যুগান্তর

সম্পূরক বাজেট পাস হচ্ছে আজ

বিদায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনা শুরু হয়েছে জাতীয় সংসদে। স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় সংসদের অধিবেশন শুরু হয়। আলোচনা শেষে আজই সম্পূরক বাজেট পাস হবে।

রোববার সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনা শুরুর কথা থাকলেও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে সংসদে উত্থাপিত শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনা এবং রেওয়াজ অনুযায়ী বৈঠক মুলতবি করার কারণে সেটি হয়নি। ফলে সোমবার একদিনের মধ্যে আলোচনা ও সম্পূরক বাজেট পাস হচ্ছে।

গত ১১ জুন জাতীয় সংসদে ২০২০-২১ অর্থবছরের সাধারণ বাজেট পেশ হয়। একই সঙ্গে পেশ হয় চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট।

২০১৯-২০ অর্থবছরের মূল বাজেটের আকার ছিল ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা। সংশোধনে তা ৫ লাখ ১ হাজার ৫৭৭ কোটি টাকায় নেমে এসেছে।

করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে আগামী এক বছরের ব্যয় নির্বাহের জন্য ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। এটি ৩০ জুন পাস হওয়ার কথা রয়েছে। সূত্র-যুগান্তর

প্রধানমন্ত্রীর কাছে শুধু মন্ত্রী-এমপিদের জীবনের মূল্য আছে: রিজভী

কোভিড-১৯ মহামারী থেকে সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে শুধু অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের (ভিআইপি) জীবনের মূল্য আছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

রোববার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনের দলীয় কার্যালয় থেকে এক ভার্চুয়াল সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।

রিজভী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তার দলের মন্ত্রী, এমপি, মেয়র, নেতা ও ভিআইপিদের চিকিৎসার দায়িত্ব নিচ্ছেন। তাদের জন্য দ্রুততার সঙ্গে সিএমএইচ, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স, হেলিকপ্টার, নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্র, ভেন্টিলেটরসহ সব সুবিধা নিশ্চিত করছেন। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ চিকিৎসা না পেয়ে রাস্তায় মারা যাচ্ছেb, প্রধানমন্ত্রী তাদের কোনো খবর নিচ্ছেন না।

‘কারণ জাতীয় নিশুতি রাতের নির্বাচনের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মসনদে থাকতে দেশের সাধারণ মানুষের কোনো প্রয়োজন হয় না। তার কাছে শুধুই ‘ভিআইপি লাইভস ম্যাটার’, গরিব মানুষের জীবন উপেক্ষিত’-যোগ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব।

করোনা পরিস্থিতিতে হাসপাতালগুলো আইসিইউ ব্যবস্থাপনায় অনিয়মের চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, রাজধানীতে কোনো হাসপাতালেই আইসিইউ বেড খালি নেই, কোনো কোনো বেসরকারি হাসপাতালে করোনার ওয়ার্ড খুললেও আইসিইউ বেড ও চিকিৎসার জন্য গলাকাটা দাম নিচ্ছে।

বিনাচিকিৎসা করোনা রোগীরা মারা যাচ্ছেন, অভিযোগ করে তিনি বলেন, তিন মাসে করোনা উপসর্গ নিয়ে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছে– যাদের মধ্যে সিংহভাগ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসা পাননি। বেঁচে থাকাবস্থায় নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পারেননি তারা

করোনা আক্রান্ত কিনা।

প্রস্তাবিত বাজেটে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ব্যয়বৃদ্ধির প্রস্তাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রিজভী। বলেন, করোনা-উত্তর অর্থনৈতিক মন্দাকে কাটাতে বিভিন্ন দেশে সরকারি ব্যয় সংকোচনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী নিজেদের ব্যয় কমিয়ে দৃষ্টান্ত করার চেষ্টা করেছেন। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের ‘অনির্বাচিত সরকার’ হাঁটছে উল্টো দিকে। এই করোনাভাইরাসের সংকটের মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সরকারি অফিসের ব্যয় বাড়িয়েছেন ৯৫ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত বাজেটে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের খরচের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩ হাজার ৮৩৮ কোটি টাকা। গত বছর ৩ হাজার ৭৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার পর ব্যাপক সমালোচনা হলেও সরকার এতে কর্ণপাত করেনি।

করোনা পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে উঠছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকারের সীমিত টেস্টের লুকোচুরি করা ফলেও শনাক্তের ৯৮তম দিনে এসে আক্রান্তের সংখ্যায় চীনকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। মুখে ‘লকডাউন’ কাগজে-কলমে ‘সাধারণ ছুটি’, আবার কখনও কখনও কথিত ‘রেড জোন’, ‘ইয়েলো জোন’, ‘গ্রিন জোন’— এভাবে সরকারের একেকবার একেক ধরনের কথা পুরো পরিস্থিতিকে আরও ভঙ্গুর ও জটিল করে তুলেছে।

রিজভী বলেন, ‘অপ্রিয় বাস্তবতা হলো— সরকার নিজেও পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারছে না, কারও পরামর্শ কিংবা সহায়তাও নিচ্ছে না। কেউ সুপরামর্শ দিলে বা সহযোগিতা করতে চাইলে তাদের কটাক্ষ করা মজ্জাগত হয়ে গেছে ক্ষমতাসীন মন্ত্রী-নেতাদের। দেশের মানুষের জীবন নিয়ে সরকারের এ ধরনের হেয়ালিপূর্ণ আচরণ মেনে নেয়া যায় না।’

বগুড়ায় শহীদ জিয়াউর রহমান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও গাবতলী শহীদ জিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন ও জিয়ার নামফলক মুছে ফেলা এবং মাগুরা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা কৌশিক আহমেদ সোহাগের ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের হামলায় আহত হওয়ার ঘটনায় নিন্দা জানান রিজভী।

যুগান্তর রিপোর্ট